মঙ্গলবার ১৬ ফাল্গুন, ১৪২৩
বর্ষ : ১২, সংখ্যা : ৭৩

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বান যথার্থ, ভারতের বিকাশে প্রয়োজন আরও বিজ্ঞানী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আকাশবাণীতে তার 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে বলেছেন, দেশে অনেক বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন। কারণ আজকের বৈজ্ঞানিকরাই আগামী প্রজন্মের জীবনে স্থায়ী পরিবর্তনের সূচনা করবেন, তার এই আহ্বান যথার্থ। প্রকৃতপক্ষে দেশের প্রগতি ও বিকাশে প্রয়োজন অনেক বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তবিদ, চিকিৎসক, পরিকল্পনাবিদ, অর্থনীতিবিদ ইত্যাদি, তারাই ভারতকে নতুন নতুন পথে সন্ধান দেবেন। তাদের কঠোর পরিশ্রম, গবেষণা, এবং চিন্তাভাবনা নতুন পথের সন্ধান দেবে।

এটা বলা দরকার যে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করেন। এটাই বিজ্ঞানের ধর্ম। কারণ বৈজ্ঞানিকরা যখন কাজ করেন, তখন সেই আবিষ্কার কীভাবে মানুষ কাজে আসবে, সেই ভাবনায় শামিল হয় বিজ্ঞান। আর তখনই মহান হয়ে ওঠে। তাই সমাজ কল্যাণে এবং সমাজের উপযোগী উদ্ভাবনের পরিকল্পনা চাই। সেই উদ্ভাবনকে চিহ্নিত করা, কারণ দর্শানো এইসব উদ্ভাবন কীভাবে মানুষের কাজে আসবে, ব্যবসায়িক উপযোগিতা ইত্যাদি দেখা জরুরি।

ভারতে মেধাবী ছাত্রের অভাব নেই। কিন্তু এদের অনেকে অধিক অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে বিজ্ঞান শাখায় না গিয়ে অন্য শাখার দিকে ঝোঁকে। কিন্তু তাদের বিজ্ঞানমুখী হতে হবে। দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য। ভারতবাসীর সেটাই প্রত্যাশা।

অমৃতবার্তা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

"শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন—তুমি 'যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে পারবে না, তোমার প্রকৃতিতে তোমার যুদ্ধ করাবে।"

(সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ —গোস্বামীর যোগ ও ভোগ)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সহিত কথা কহিতেছেন—এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর আবার সমাধিস্থহইতেছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থির,—চক্ষু পলক শূণ্য। নিঃশ্বাস বহিতেছে কিনা বহিতেছে,—বুঝা যায় না। নবদ্বীপ গোস্বামী, তাঁহার পুত্র ও ভক্তগণ অবাক হইয়া দেখিতেছেন।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ঠাকুর নবদ্বীপকে বলিতেছেন—

"যোগ ভোগ। তোমরা গোস্বামীবংশ তোমাদের দুইই আছে।"

"এখন কেবল তাঁকে প্রার্থণা কর, আন্তরিক প্রার্থনা—'হে ঈশ্বর তোমার এই ভুবনমোহিনী মায়ার ঐশ্বর্য আমি চাই না, —আমি তোমায় চাই।'

"তিনি তো সর্বভূতেই আছেন—তবে ভক্ত কাকে বলে? যে তাঁতে থাকে—যার মন-প্রাণ-অন্তরাত্মা সব, তাঁতে গত হয়েছে।"

ঠাকুর এইবার সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। নবদ্বীপকে বলিতেছেন—

"আমার এই যে অবস্থাটা হয় (সমাধি অবস্থা) কেউ কেউ বলে রোগ। আমি বলি যাঁর চৈতন্য জগৎ চৈতন্য হয়ে রয়েছে,—তাঁর চিন্তা করে কেউ কি অচৈতন্য হয়?"

শ্রীযুক্ত মণি সেন অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণববদের বিদায় করিতেছেন—কাহাকে এক টাকা, কাহাকে দুই টাকা—যে যেমন ব্যক্তি।

ঠাকুরকে পাঁচ টাকা দিতে আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—

"আমার এই যে অবস্থাটা হয় (সমাধি অবস্থা) কেউ কেউ বলে রোগ। আমি বলি যাঁর চৈতন্য জগৎ চৈতন্য হয়ে রয়েছে,—তাঁর চিন্তা করে কেউ কি অচৈতন্য হয়?"

শ্রীযুক্ত মণি সেন অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণববদের বিদায় করিতেছেন—কাহাকে এক টাকা, কাহাকে দুই টাকা—যে যেমন ব্যক্তি।

ঠাকুরকে পাঁচ টাকা দিতে আসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—

"আমার টাকা নিতে নাই।" মণি সেন তথাপি ছাড়েন না।

ঠাকুর তখন বলিলেন, যদি দাও তোমার গুরুত দিবা। মণি সেন আবার দিতে আসিলেন।

(ক্রমশ)

দিনপঞ্জিকা

১৬ ফাল্গুন, ভাং, ৯ ফাল্গুন, **২৮ ফেব্রুয়ারী**, ১৬ ফাল্গুন, সংবৎ, ২ ফাল্গুন সুদি, ৩০ জমাঃ আউঃ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫। ৩৬। **মঙ্গলবার**, দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ৬।৩৪ মিঃ। পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ঘ ৭।৫ মিঃ। সাধ্যযোগ, দিবা ঘ ২।৩১ মিঃ। বালবকরণ, দিবা ঘ ৭।১২ গতে কৌলবকরণ। **জন্মে**—মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর দশা ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতি দশা, দিবা ঘ ৭।৫ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। **মৃতে**—চতুষ্পাদদোষ, দিবা ঘ৬।৩৪গতেএকপাদদোষ, রাত্রি ঘ৬।৩৪গতেদ্বিপাদদোষ,রাত্রি ঘ৭।৩গতেদ্বিপাদদোষ,রাত্রি ঘ৬।৩৪গতেএক পাদদোষ। **যোগিনী**—উত্তরে, রাত্রি ঘ ৬।৩৪ গতে অগ্নিকোণে। **বারবেলাদি** ঘ ৭।৩২ গতে ৮।৫৮ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৪৩ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৭।৯ গতে ৮।৪৩ মধ্যে। **যাত্রা**— মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ঘ ৭।৫ গতে যাত্রা ।৩ভ মাত্র উত্তরে নিষেধ,দিবা ঘ ২।৫৮ গতে পশ্চিমেও নিষেধ,রাত্রি ঘ ৬।৩৪ গতে যাত্রা নাই। **শুভকর্ম**—পুংসবন সীমান্তোন্নয়ন। **বিবিধ**—দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন।

ভগবান শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেবের জন্মতিথি ও পূজা।

এত দূরলক্ষ্যে বেলুলক্ষ্যে আগামী, ২১শে ফাল্গুন, ইং ৫ই মার্চ, ২০১৭ খ্রীঃ। রবিবার বেলুড়মঠেশ্রীশ্রী ঠাকুরের জন্মোৎসবপালিত হইবে

মুসলিম পঞ্জিকা

১৬ ফাল্গুন, ভাং, ৯ ফাল্গুন, **২৮ ফেব্রুয়ারী**, ৩০ জমাঃ আউঃ, ১৬ ফাল্গুন, উঃ ৬।০৪, অঃ৫।৩৫, **মঙ্গলবার**, দ্বিতীয়ারাঘ ৬/৩৩সেহরীশেষ ৪।৩৮, ইফতার ৫।৪৪।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

ভূপালে দীর্ঘদিন পরে কংগ্রেস সংগঠিতভাবে বিশাল সমাবেশের আয়োজন করল

দলের বর্ষীয়ান সব নেতারা কর্মীদের চাঙ্গা করার চেষ্টা করলেন

কমল নাথ

দিগ্বিজয় সিং

জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ফাইল চিত্র।

এল এস হারদেনিয়া

২০০৩ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর কংগ্রেস এই প্রথম বৃহৎ সমাবেশ করল। ২২ ফেব্রুয়ারি সেইসূত্রে প্রায় ৫০ হাজার কংগ্রেসকর্মী খাতায়কলমে ক্ষেত্রতার বরণ করলেন। তাঁরা বিধানসভার দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সেখানে ঘেরাও কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, কংগ্রেস মুখপাত্র কে কে মিশ্র দাবি করেছেন, প্রায় এক লক্ষ দলীয় কর্মী আসবেন বলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু, প্রায় ৫০ হাজার জন ভূপালে পৌঁছতে পারেননি। কারণ, শহরে ঢোকার পাঁচটি প্রবেশপথেই তাঁদের কোনও না কোনও অজুহাতে আটকে দেওয়া হয়েছে। এদিকে ওইদিন সকাল থেকেই দলীয় কর্মীরা শহরে ঢুকতে শুরু করেন। প্রায় হাজার খানেক কর্মী ভোর পাঁচটাতেই পৌঁছে যান পিসিসি প্রধান অরুণ যাদবের বাড়ি। ওই মুখপাত্র দাবি করেন, দলের সব গুরুত্বপূর্ণ নেতা যৌথভাবে প্রয়াস নেওয়ার ফলেই এই ফল মিলেছে।

সমাবেশে ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কমল নাথ, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক দিগ্বিজয় সিং। দাবি করা হচ্ছে, এমন বিশাল সমাবেশ করা সম্ভব হওয়ায় দল বিধানসভা ভোটে উল্লেখনীয় ফল করবে। কারণ, সেখানে থেকে রাজ্যের বর্তমান বিজেপি সরকারের অপশাসন সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা গিয়েছে। উল্লেখ্য, ওই নেতারা দাবি করেন, এই সরকার সামগ্রিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং আইএসআই এজেন্টদের আশ্রয় দিচ্ছে।

সমাবেশ থেকে ঘোষণা করা হয়, বিধানসভা ঘেরাও করা হবে। কিন্তু, পুলিশ সেই গুঢ়চেষ্টা ভেস্তে দেয়। মাইকে ঘোষণা করে তাঁদের গ্রেফতার করে ছেড়েও দেওয়া হয়। যদিও সেই প্রক্রিয়া নেহরু নগর পুলিশ থ্রাউন্ডে চলেছে প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত। দলীয় হিসাব অনুযায়ী ২০১৮ সালের বিধানসভা ভোটে কমল নাথ দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন। সেইমতে তিনি নিজ ভাষণে ঘোষণা করেন, ক্ষমতায় এলে কৃষকদের যাবতীয় ঋণ এবং বকেয়া বিদ্যুৎ বিল মকুব করে দেওয়া হবে।

নিজেই সাফাই দিয়ে বলেন, এই সমাবেশে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের কাউকে নিয়ে আসা হয়নি। কোনও সুযোগ পাওয়ার আশায় এঁরা আসেননি। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি যেভাবে হেনস্থা হচ্ছেন, তার প্রতিকারের আশাতেই তাঁরা এসেছেন। তাঁর দাবি, বিগত ১৩ বছরে এই রাজ্যকে নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। যেভাবে বিগত আড়াই বছরে নরেন্দ্র মোদী দেশে 'কলাকারি কি রাজনীতি' আমদানি করেছেন। এই সরকার ১২ বছর ধরে বিনিয়োগ আনার জন্য সম্মেলন করছে। কিন্তু, রাজ্যে কত বিনিয়োগ এসেছে, সেই প্রশ্ন তিনি তোলেন।

সিন্ধিয়া প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক 'রেনকোট' প্রসঙ্গ তুলে বলেন, কাঁচের ঘরে বসে ইট ছোঁড়া অনুচিত। প্রধানমন্ত্রী যদি মধ্যপ্রদেশে আসেন, তাহলে এমন বহু কেলেঙ্কারির হদিশ তিনি পাবেন, যা থেকে বাঁচার জন্য তাঁকে লোহার কোট পরতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্য, কৃষক যেমন তাঁর জমি ভালবাসেন, বিজেপি তেমন নর্মদার বালি ভালবাসে।

যে কারণে পুলিশ বলি বোঝাই ডাম্পারের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে। এমন মন্তব্য করে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নর্মদা সেবা যাত্রা নয়, আসলে করেছেন নরেন্দ্র সার্ভে যাত্রা। মুখ্যমন্ত্রীর মন্ত্র হল, দিন মে ব্রাহ্মণ ঔর রাত কো উৎখনন। বিজেপি কে সাঁশ মে বেত ভি মিলেগি রেশন মে। দিগ্বিজয় সিং আরও চড়া ভাষায় বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সমালোচনা করেন। দাবি করেন, চৌহান ও তাঁর পরিবার ব্যাপম কেলেঙ্কারি ছাড়াও বেআইনি বালি উত্তোলন কেলেঙ্কারি এবং মিড -ডে মিল অনিয়মে যুক্ত। এমন অভিযোগ তোলার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি নিজের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার জন্য আহ্বান জানান।

কিন্তু, এতকিছু করার পরেও নেতাদের যে একতার ছবি তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে, তার অনেকটাই দেখনদারি। যেখানে সমাবেশ হয়, সেখানে অজস্র হোর্ডিং লাগানো হয়েছিল।

কিন্তু, প্রতিটিতেই আলাদা কোনও নেতার ছবি। নেতাদের বিচ্ছিন্ন মনোভাবের প্রতিফলন সেখানেই স্পষ্ট। সবচেয়ে বেশি হোর্ডিং ছিল সিন্ধিয়ার। তারপরই কমল নাথের। নগন্য সংখ্যক দিগ্বিজয় সিং-এর। পিসিসি প্রধান অরুন যাদবের আরও কম। বিজেপি'র রাজ্য প্রধান এই প্রসঙ্গে বলেছেন, এটা আসলে কংগ্রেসের সমাবেশ নয়। কংগ্রেস নেতাদের যৌথ সমাবেশ।

সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের দু'টি জিনিস ভাল লাগেনি। পিসিসি প্রধানের কটুর বিরোধী গোবিন্দ গয়ালের বাড়িতে দিগ্বিজয়, কমল নাথ ও সিন্ধিয়ার পদার্পণ। শুধু সেখানে যাওয়া নয়, সেখানেই তাঁরা প্রাতঃরাশ সারেন। আরেকটি হল, ভূপালের বিধায়ক এবং বর্ষীয়ান নেতা আরিফ আকিউলকে অপ্রাসঙ্গিক করে রাখা। তিনি কেবল পাঁচবারের বিধায়কই নন, কংগ্রেস পরিষদীয় দলের তিনি একমাত্র মুসলিম সদস্য।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ): পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপট ও মিশন নির্মল বাংলা

সোনালি দত্ত রায়

পূর্বপ্রকাশিতের পর....

যদিও নদীয়া, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায় কিছু কিছু সামুদায়িক প্রকল্প চালু হয়েছে, এ বিষয়ে উন্নত প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় চলা 'গ্রাম পঞ্চায়েত শক্তিকরণ প্রকল্প' (ISGPP)-এর আওতায় থাকা ২০০টি গ্রাম পঞ্চায়েকে উপরিউক্ত সামুদায়িক প্রকল্প চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মিশন নির্মল বাংলা থেকে বরাদ্দ করা হয়েছে। এই যৌথ উদ্যোগের প্রচার প্রসার ও প্রশিক্ষণের বিষয়টি ISGPP প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা যুক্ত করে ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। আগামী দিনে রাজ্যের লক্ষ্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একক ইউনিট তৈরি করে এলাকার সার্বিক পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকল্পগুলির সঙ্গে যুক্ত মানুষদের আর্থিক স্বনির্ভরতার বিষয়টিকে নিশ্চিত করা। এই কাজে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও স্ব সহায়ক দলগুলিকে ব্যবহার করার ব্যাপারটিকেও গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হচ্ছে।

গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্পের সাফল্যের বিষয়টি অনেকাংশে উপযুক্ত প্রচার-প্রসার কৌশলের উপর নির্ভর করে। রাজ্যস্তরে এই কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচার -প্রসার কৌশলের যে পদ্ধতি অনুসৃত হবে তার নীতি নির্ধারণ করে ISGPP (Sanitation, Hygience Advocacy Communication Strtegy) আগেই গৃহীত হয়েছে। জেলাগুলিতেও তাদের প্রয়োজনভিত্তিক প্রচার কৌশল ঠিক করা হয়েছে। এই প্রচার কৌশল ত্রিমুখী হতে হবে------ব্যক্তি যোগাযোগের মাধ্যমে (IPC), সমষ্টিভিত্তিক এবং গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে। বাড়ি বাড়ি বা গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রচারের জন্য IPC অবলম্বন করা ছাড়াও মাইকের মাধ্যমে প্রচার, হোর্ডিং, দেওয়াল লিখন, পথনাটিকা, লোকসংস্কৃতির ব্যবহার, গণমাধ্যমে প্রচার ইত্যাদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

যে এলাকাগুলি প্রকল্পে অগ্রগতির বিচারে বেশি পিছিয়ে রয়েছে সেখানে সম্প্রদায়কে দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসার জন্য triggering কৌশলে প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়েছে। এই কাজে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের খ্যাতিসম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের বিশ্বব্যাঙ্ক ও ইউনিসেফের সহায়তায় কাজে লাগানো শুরু হয়েছে। এই সহযোগীদের সহায়তায় বিবিধ প্রচার-প্রসার সামগ্রী তৈরি করে তার প্রিন্ট, অডিওভিস্যুয়াল ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ব্যবহার করা চলছে এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া গেছে। বৃহত্তম স্তরে ইন্টারনেট ব্যবহারে অভ্যস্ত মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং রাজ্যেই অগ্রগতি সকলের কাছে পৌঁছে দিতে ডিজিটাল মিডিয়ার ব্যবহারে সম্প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মিশন নির্মল বাংলার নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটিকে (www.missionnirmal bangla.in) আর আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কাজ শুরু হয়েছে। মিশনের Facebook পেজ-এ রাজ্য ও জেলাস্তরে প্রকল্প রূপায়ণের খুঁটিনাটি তুলে ধরা হচ্ছে। বিভিন্ন Socoial media, যেমন ----- Whatsapp, twitter, liked in ইত্যাদির ব্যাপক করেও প্রকল্পের জনপ্রিয়তা ও এর ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে।

প্রকল্পের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে এবং রূপায়ণের প্রতিটি স্তরে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে বহুদিন আগে থেকেই রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণীর স্বাস্থ্যবিধান শাখার তত্ত্বধানে স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। এই শাখাটি বর্তমানে মিশনের অধীনে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা রচনা করে কেন্দ্রীয় ও জেলাস্তরে বিবিধ প্রশিক্ষণের কাজটি সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে Commmunity triggering-এ প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বাইরের অভিজ্ঞ সংস্থার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। যে বিষয়গুলিতে প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে সেগুলি হল-----triggering, কারিগরি প্রযুক্তি, প্রচার-প্রসার, Social Media-র ব্যবহার ইত্যাদি।

রাজ্য সরকারের রূপায়িত প্রকল্পগুলির মধ্যে মিশন নির্মল বাংলা গুরুত্বের বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি। এই কর্মসূচির গুরুত্ব অবধান করে ৩০ এপ্রিল তারিখটিকে ইতিমধ্যেই নির্মল বাংলা দিবস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

স্বচ্ছ ভারত মিশন চালু হওয়ার পর থেকে গ্রামীণ স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্পে দেশের মধ্যে প্রকল্পের অগ্রগতির বিচারে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম। এই বিচারে ২০১৪-১৫ আর্থিক বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করে দেখিয়েছে। রাজ্যের জেলাগুলিতে মিশন নির্মল বাংলার কাজ জোরকদমে চলছে। নদীয়া জেলা ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রথম নির্মল জেলা ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রথম নির্মল জেলা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করে দেখিয়েছে। রাজ্যের জেলাগুলিতেও মিশন নির্মল বাংলার কাজ জোরকদমে চলছে। নদীয়া জেলা ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রথম নির্মল জেলা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য কাজ করে সাফল্য পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য কাজ করে সাফল্য পেয়েছে খগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, বর্ধমান জেলাগুলি। কিছু কিছু জেলার অভিনব উদ্যোগ জাতীয় স্তরে প্রশংসিত হয়েছে। *(ক্রমশ)*

সম্পাদক সমীপেষু

মোবাইল ব্যবহারে সতর্কতা

বর্তমানে হাতে হাতে মোবাইল ঘুরছে। সারা পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তের মানুষের সঙ্গে আমরা যখন তখন কথা বলতে পারি। খোঁজখবর নিতে পারি বাড়িতে বসে। অর্থাৎ মোবাইল ফোন যেমন আমাদের হাতের মুঠোয় থাকে তেমনই দুনিয়াটা যেন হাতের মুঠোয় চলে এসেছে।

আগে জঙ্গল সংলগ্ন গ্রামের গরু, ছাগল ইত্যাদির গলায় ঘুঙুর বেঁধে দেওয়া হত। ফলে জঙ্গলের মধ্যে থাকা গরু ছাগলের অবস্থান জানা যেত। বর্তমানেও সেরকম বাইরে যাওয়া মানুষটি কোথায় রয়েছে তা জানা সম্ভব হচ্ছে এই মোবাইল ফোনের জন্য। অর্থাৎ আমাদের গলায় যেন মোবাইল ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া বাজারে থাকা অবস্থায় বাড়ি থেকে ফোন পেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নিয়ে যেতে সুবিধা হয়। অনেকক্ষেত্রে সময় নষ্ট করে বা কাজ কামাই করে, খরচ করে বাসে ট্রেনের ধকল সহ্য করে বাইরে বের হতে হয় না। অর্থাৎ খবর নেওয়া বা কিছু জানানো তা মোবাইল ফোনের দ্বারা হয়েযাচ্ছে।

রাত্রি টর্চের কাজ মোবাইল করছে। এতে গান শুনে, ছবি দেখে সময় কাটানোর ব্যবস্থা, সময় এবং তারিখ জানা। ক্যালকুলেটারের হিসাব নিকাশ, রেকর্ডিং, ছবি তোলা, ভিডিও, ইন্টারনেট, গেম, এফ.এম রেডিও ইত্যাদি নানা মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও রয়েছে।

তবে অত্যধিক মোবাইল ব্যবহারের ফলে আমাদের শ্রবণযন্ত্রের ক্ষতি হয়। মাথা ধরা এমনকী মোবাইলে তরঙ্গ এবং কম্পন আমাদের হৃদযন্ত্রের ক্ষতি করে। এই প্রকৃতিতে বর্তমানে চড়ুইপাখি চিল, শকুন ইত্যাদি পাখি আজ বহু কমে বিলুপ্ত হওয়ার পথে। আর এটা হচ্ছে মোবাইল দূষণের ফলে।

শরীরে অলসতাবশত ঘুম এলে হঠাৎ ফোন এসে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী সবসময় অগর্গল কথা বলে তাদের ছাত্রজীবনের অমূল্য সময়ের ক্ষতি করে। ফলে তারা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। আবার মোবাইলে অনেকক্ষেত্রে অশ্লীল ছবি ডাউনলোড করা হচ্ছে। তাই অভিভাবকদের উচিত ছেলেমেয়েরা পরিণত বয়স না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনভাবে এদের হাতে মোবাইল তুলে না দেওয়া। কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েরা যেন বাবা-মার সাক্ষাতে এবং তাদের অনুমতি সাপেক্ষে ফোন ব্যবহার করে এটা দেখতেহবে।

রাস্তা পারাপারের সময় বা বাইক, মোটরযান চালানোকালে, কোনও মানুষেরই হেডফোন লাগিয়ে মোবাইলে গান শোনা উচিত নয়। কারণ এরফলে অনামনস্কতাবশত দুর্ঘটনা ঘটে প্রাণহানি ঘটতে পারে। আবার মোটরযান চলাকালে মোবাইল ব্যবহার করা উচিত নয়। এসব ক্ষেত্রে গাড়ি নিরাপদ স্থানে দাঁড় করিয়ে ফোন ব্যবহার করা যেতে পারে।

আবার প্রায় প্রত্যেকের হাতে বা পকেটে মোবাইল থাকছেই। বর্তমানে বাসে ট্রেনে টাকা পয়সার সঙ্গে পকেটমার মোবাইলও হাতিয়ে নিচ্ছে। স্টেশনে ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে দুষ্কৃতীকারীরা মেয়েদের হাতে থাকা মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে নেমে পড়ছে। অথচ মোবাইল চুরি হলে আর্থিক ক্ষতি ছাড়াও আমাদের নানাবিধ অসুবিধায় পড়তে হয়। তাই বাসে ট্রেনের যাত্রীরা পকেটমার বা মোবাইল চোর থেকে সাবধান হন।

প্রশান্ত কুমার কর,
বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দপ্তর।
লিপি
৩ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
৩ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়